আফগানিস্তান এখন

যুদ্ধ শেষ। এবার দেশ গঠনের পালা। লয়া জিরগা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে কারজাইকে। বিশাল দায়িত্ব তার কাঁধে। দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও কম নয়। আফগানরা এখন শান্তির প্রতীক্ষায়। সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্নে বিভোর। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি এখন কেমন আছে? আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছেন **হাসান মূর্তাজা**

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন প্রয়োজন সবার আগে

আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধ শেষ হয়েছে সাত মাস। এরপর কাবুল নদীতে গড়িয়ে গেছে অনেক পানি। কাবুলের রাজনীতিতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। গত বছরের ডিসেম্বরে বন সম্মেলনে হামিদ কারজাইকে প্রধান করে গঠিত হয়েছিলো অন্তর্বর্তীকালীন আফগান সরকার। এ বছর তার মেয়াদ শেষ হয়েছে জুন মাসে। এরপর আহ্বান করা হয় লয়া জিরগা– ঐতিহাসিক আফগান দলপতিদের সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ১৫০০ আফগান গোত্রপতি নির্বাচন করেন পরবর্তী ১৮ মাস মেয়াদের অন্তর্বর্তী সরকার। ১০৫০ ভোট পেয়ে পশতুন নেতা হামিদ কারজাই নির্বাচিত হয়েছেন অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি।

পরবর্তী ১৮ মাস হামিদ কারজাইকে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। এই সরকারের তত্ত্বাবধানেই রচিত হবে নতুন সংবিধান। যার আলোকে আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু শুধু সংবিধান নয়, জাতীয় নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ, বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা, নারী ও শিশু অধিকারসহ আরো অনেক নাজুক বিষয় কারজাইকে সামলাতে

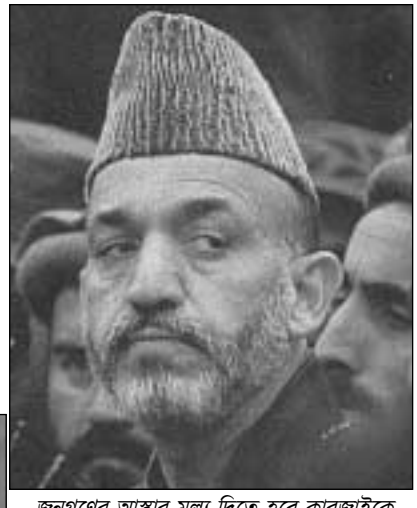

জনগণের আস্থার মূল্য দিতে হবে কারজাইকে

নারী স্বাধীনতা রক্ষায় কারজাই সরকারের দায়িত্ব অনেক

হবে। কারজাইর পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হবে না, লয়া জিরগার পরপরই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। মন্ত্রিসভা গঠন এবং পুনর্বিন্যাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইউনুস কানুনিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেয়া হলে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন বিরোধী দল গড়ার। এর মানে পরিষ্কার। রাজনৈতিক মঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারজাই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। যে কোনো পদস্খলন তাকে নিয়ে যাবে কুয়ার গভীরে। সফল হতে হলে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিতে মনোযোগী হতে হবে কারজাইকে। দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি যে কতো খারাপ চলতি সপ্তাহে ডেপুটি

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা অনেক কঠিন

প্রেসিডেন্ট হাজি আব্দুল কাদিরের হত্যাকাণ্ড তারই একটি উদাহরণ। গেল হজের আগে রাগান্বিত হজযাত্রীরা পিটিয়ে হত্যা করেছিল আরো একজন মন্ত্রীকে। এছাড়া প্রায়ই পত্রিকার পাতায় খবর আসে গোলা আর মর্টার হামলার। এক কথায়, আফগানিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভীষণ নাজুক। দেশে স্থিতিশীল নিরাপত্তার ওপরই নির্ভর করছে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৈদেশিক সাহায্য। আফগানিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখভালের জন্য কাজ করছে 'ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাসিসটেন্স ফোর্স' (আইএসএএফ); যাদের কার্যক্রম কেবল কাবুলেই সীমাবদ্ধ। উপরন্তু আইএসএএফের সদস্যদের ওপরই রকেট আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

এরই সাথে আছে গোত্রগত সংঘর্ষ। বিভিন্ন গোত্রে শতধাবিভক্তি আফগানিস্তানের প্রধান জাতিগত সমস্যা। একের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস তা প্রায়ই মারাত্মক আকার নিচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার এসব গোত্রীয় সংঘর্ষ ঠেকাবার মতো শক্তি অর্জন করেনি। বিদেশী সম্প্রদায়ও এক্ষেত্রে তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের অব্যাহত আবেদনের পরেও বিদেশী সরকারগুলো সৈন্য অথবা অর্থ কোনো সাহায্যই দিচ্ছে না। যে কারণে কাবুলের বাইরে আইএসএএফের কার্যক্রম বাড়ানো অসম্ভব। হামিদ কারজাইকে যা করতে হবে তা পরিষ্কার : একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন। আফগানিস্তানের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছাড়া দেশটির নিরাপত্তা প্রশ্নের কখনোই সুরাহা হবে না। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী আছে। এতে প্রায় ৭৫০০০ সৈন্য এবং আরো ১০০০০০ মিলিশিয়া কাজ করছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দেশকে আরো একবার গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য এরাই যথেষ্ট। হামিদ কারজাইর দায়িত্ব হবে এসব সশস্ত্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি তদারকি করা। এছাড়া দেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার সময় এসব সৈন্যদেরও কাজে লাগানো যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ৭০-৮০ হাজার সদস্যের সেনা ও

এ সপ্তাহের বিশ্ব

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ঘোষণা দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র আর আরাফাতের সঙ্গে কাজ করবে না এবং তাকে তারা সমর্থনও করবে না। এদিকে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা পিএলও নির্বাহী কমিটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, আরাফাতই তাদের নির্বাচিত নেতা এবং আরাফাতের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ তারা মেনে নেবে না।

বিমান দুর্ঘটনা

জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলের মধ্য আকাশে একটি রাশিয়ান যাত্রীবাহী বিমান ও একটি পরিবহন বিমানের সংঘর্ষে ৫২ শিশুসহ কমপক্ষে ৭১ জন নিহত হয়েছে, নিহতদের অধিকাংশই স্কুলছাত্র এবং তারা ইউনেস্কোর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মস্কো থেকে বার্সিলোনায় যাচ্ছিল।

গোধরা অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট

আহমেদাবাদভিত্তিক ফর্সেনিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) এক রিপোর্টে তথ্য দিয়েছে, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে বাইরে থেকে কোনো দাহ্য তরল পদার্থ ছোড়া হয়নি বরং কামরার ভেতরে রাখা দাহ্য পদার্থ থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। যার ফলে ৫৯ জন মৃত্যুবরণ করে এবং দাঙ্গা ছড়িয়ে আরও প্রায় দু'হাজার লোক মারা যায়। তদন্তকারীরা আরও বলছেন, ট্রেনের অগ্নিকাণ্ডের কারণ যে রাসায়নিক পদার্থ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ব্যবহৃত পদার্থ একই।

লসএঞ্জেলেস বিমানবন্দরে গুলিবর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে লসএঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক মিসরীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে আক্রমণকারীসহ তিনজন নিহত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ইসরায়েল একে সন্ত্রাসী হামলা বললেও যুক্তরাষ্ট্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছে।

ভারতে মন্ত্রিসভায় রদবদল

ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা জোট সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৩ জন নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। রদবদল করা হয়েছে পররাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিংকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে এবং অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মোট নিয়োগপ্রাপ্ত ৪ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন বিজেপির সাবেক সভাপতি জনা কৃষ্ণমূর্তি, অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা, বিনোদ খান্না প্রমুখ।

কাশ্মীরকে বিভক্ত করার দাবি

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) কাশ্মীরকে তিন

পুলিশ বাহিনী প্রয়োজন আফগানিস্তানে। শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন ত্বরান্বিত না করতে পারলে অনেকেই মনে করছেন, তালেবানের মতো অন্য গ্রুপের উত্থান ঘটতে বেশি সময় লাগবে না।

নিরাপত্তার সঙ্গে আরো কিছু বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। তা হলো, দেশের স্থানে স্থানে গোত্রপতিদের শাসন এবং বেকারত্ব। আফগানিস্তানে এখনও অনেকগুলো প্রদেশে স্থানীয় শক্তিশালী নেতারা শাসন করছেন। যেমন, হেরাতের ইসমাইল খান। হেরাতে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ইরান থেকে হেরাত সীমান্ত দিয়ে আসা পণ্যের ওপর কাস্টম ট্যাক্স ইসমাইল খানই আদায় করেন। তা কখনোই কাবুলে পৌঁছে না। আবার অনেক স্থানেই আফিমের উৎপাদন বন্ধ করেনি অনেক নেতা। এভাবে দ্বৈত-প্রশাসন বিদ্যমান থাকলে শক্তিশালী সরকার গঠন কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। বিশেষজ্ঞকরা মনে করছেন, এক্ষেত্রে কারজাই সরকার সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে পারেন। অর্থাৎ সংবিধানে প্রদেশগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের দূরত্ব সৃষ্টি হবার সুযোগ যেমন কমবে, তেমনি গোত্রগত বিরোধ মেটানো সম্ভব হতে পারে।

বিদেশী নয়, আফগানদের নিজস্ব সেনাবাহিনী প্রয়োজন

একইসাথে সরকারকে দেশের বিপুল পরিমাণ বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে নজর দিতে হবে। সাবেক যোদ্ধা, যারা অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তা যেন আবার পুরনো পথে ফিরে না যায়, এজন্য তাদের কাজে নিয়োগের বিকল্প নেই। এছাড়া বিপুল পরিমাণ শরণার্থী দেশে ফিরে আসার পর, তাদের কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখলে দেশে অস্থিতিশীলতা আসতে বাধ্য। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এজন্য রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে সেচ কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন পুনর্গঠনমূলক কাজে এসব বেকারদের নিয়োজিত করতে হবে। মানবিক সাহায্যের মতো আর্থিক সাহায্য এখন সেভাবে আসতে শুরু না করায় প্রেসিডেন্ট কারজাইকে এ কাজে সমস্যায় পড়তে হবে বলেই মনে হয়। তবে সম্প্রতি জাতিসংঘ ৩০ লাখ ডলারের একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গাছ লাগানোর মতো স্বল্পমেয়াদি কাজে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে কাবুলে। আশা করা যাচ্ছে, অচিরেই জালালাবাদ ও কান্দাহার শহরে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কারজাই সরকারের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। যুদ্ধ শেষে বাস্তুচ্যুতরা এখন ব্যাপক হারে দেশে ফিরে আসছে। উদ্বাস্তুদের দেশে ফেরৎ আসার হার দেখে খোদ জাতিসংঘ কর্মকর্তারাই অবাক। এ সপ্তাহেই ফেরৎ এসেছে ১ লাখ শরণার্থী। জাতিসংঘের হিসাব মতে সারা বিশ্বে প্রায় ৩৭ লাখ আফগান শরণার্থী হিসেবে জীবন

ভাগে বিভক্ত করার দাবি তুলেছে। এর আগে উগ্রবাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) রাজ্যটিকে চার ভাগে ভাগ করার দাবি তুলেছিল। আরএসএস তাদের দাবিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে দুটি আলাদা রাজ্য এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের মর্যাদা দেয়ার দাবি জানিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ), হুরিয়াত প্রভৃতি সংগঠন এবং ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ এর বিরোধিতা করেছেন। এদিকে উপ-প্রধানমন্ত্রী এলকে আদভানি কাশ্মীরকে বিভাজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জাতিসংঘ-ইরাক আলোচনা ব্যর্থ

ইরাকে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পরিদর্শকদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভিয়েনায় জাতিসংঘ-ইরাক দু'দিনব্যাপী আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এ অচলাবস্থা সম্পর্কে ওয়াশিংটন বলেছে, তারা মোটেও বিস্মিত হয়নি। অন্যদিকে কুয়েত উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, এর ফলে এ অঞ্চলের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র জানান, ইরাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ মতবিরোধ দেখা দেয়। পরবর্তী আলোচনার কোনো তারিখও নির্ধারিত হয়নি।

বুশের সমবেদনা

আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশে মার্কিন বিমান হামলায় নিহতদের ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইকে সমবেদনা জানিয়েছেন। এ হামলায় প্রায় ৫০ জন নিহত ও ২০০ আহত হয়েছে। অনেকে মনে করেছিলেন, বুশ হয়তো ক্ষমা চাইবেন। এদিকে মার্কিন ও আফগান যৌথ তদন্ত কমিটি বলেছে, নিহতরা সবাই বেসামরিক নাগরিক। তাদের মাঝে তালেবান বা আল-কায়েদার কোনো সদস্য ছিলো না। অন্যদিকে আফগানিস্তানে অপর এক ঘটনায় বন্দুকধারীরা আফগান অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হাজী আবদুল কাদিরকে হত্যা করেছে।

আরাফাতের বিরুদ্ধাচরণ

ঘোষিত সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত পশ্চিম তীরের নতুন নিরাপত্তা প্রধান নিয়োগ দিয়েছেন। জিবরিল রাজুবের স্থলাভিষিক্ত হবেন জেনিনের গভর্নর মেজর জেনারেল জুহেইর আলমানাসরা। সাবেক নিরাপত্তা প্রধান তার পদ ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দু'দিন পর রাজুব তার পদ ছাড়েন।

বিজেপি-তৃণমূল দূরত্ব

ভারতের ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল সভানেত্রী কেন্দ্রে রেলমন্ত্রীর পদ দাবি করলে উপ-প্রধানমন্ত্রী আদভানি তা নাকচ করে দিয়েছেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে জোট না বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

হাসান মূর্তাজা

যাপন করছে। এর মধ্যে ২০ লাখ পাকিস্তানে এবং ১৫ লাখ ইরানে। জাতিসংঘ অবশ্য এখনই সব শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে নয়; তাছাড়া সম্পদের সীমাবদ্ধতাও আছে। তবু এ বছর মার্চ মাস থেকে ৯ লাখ শরণার্থী দেশে এসেছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। আরও ২ লাখ এসেছে স্বউদ্যোগে তালেবান পতনের পর। এছাড়া দেশের ভেতর বাস্তুচ্যুত ১ লাখ ৬০ হাজার লোককে বাসস্থানের সংস্থান করা হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘ তহবিল সংকটে ভুগছে। এ বছরের শেষে যেখানে ২৭ কোটি ডলার প্রয়োজন, এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ১৮ কোটি। তাছাড়া, উদ্বাস্তুদের খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত খাদ্যের সংকট রয়েছে। সব মিলিয়ে অবস্থা ভীষণ ভয়াবহ।

যেকোনো উন্নয়ন কাজের জন্য অর্থ একটি পূর্বশর্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশ আফগানিস্তান এজন্য পুরোপুরি বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। টোকিও সম্মেলনে দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহ ৪.৫ বিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যার মধ্যে ১.৮ বিলিয়ন ডলার দেয়ার কথা এ বছরই। কিন্তু মানবিক সাহায্য যে হারে আসছে, অর্থ সাহায্য সে হারে আসছে না। ইতিমধ্যে একটি 'আফগান সাহায্য সহযোগিতা কর্তৃপক্ষ' (এএসিএ) গঠিত হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ ৬১টি দাতা দেশ ও ডজনেরও বেশি এনজিওদের সঙ্গে বসে কোথায়, কোন খাতে কত সাহায্য প্রয়োজন তা ঠিক করবে। এছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগ আইনের খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে। ভেঙে পড়া ব্যাংকিং খাতকেও দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সম্পদের ওপর ৬০ শতাংশ করারোপ করা হয়েছে। যদিও কোনো আয়কর ধার্য করা হয়নি। তারপরেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আফগানিস্তানের অর্থনীতি আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে আমূল বদলে যাবে এতোটা আশা করা যায় না। কিন্তু একটি কার্যকর সরকার অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার কাজটা করতে পারবেন। এখন দেখার বিষয়, কারজাই সরকার এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটুকু সফল হন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আসন্ন। আগামী ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। নির্বাচনে মূল প্রার্থী দু'জন। এনডিএ এবং কংগ্রেস সমর্থিত প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এপিজে আবদুল কালাম এবং বাম দলের প্রার্থী প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (INA) সাবেক ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। নির্বাচনে জিতছেন ড. কালামই। যেহেতু ভোটদাতাদের অধিকাংশই ২৪ দলীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার সদস্য-কংগ্রেস, মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি, মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি, লালু প্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলসহ বাম বিরোধী অন্যান্য দলের সদস্য/সদস্যা। এরা সবাই ভোট দিচ্ছে ড. কালামের পক্ষে। ফলে নিশ্চিত জয়ের মুখে ড. কালাম।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্য/সদস্যারা। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতিও একটু ভিন্ন ধরনের। একেকজন সদস্য/সদস্যার একটি করে ভোট থাকলেও ভোট

ড. এপিজে আবুল কালাম

লক্ষ্মী সায়গল

মূল্য কিন্তু একটি নয়। যেমন ভারতে রয়েছে লোকসভার ৫৪৫ জন সদস্য। যাদের বলা হয়, এমপি বা সাংসদ। রাজ্যসভায় রয়েছেন ২৪৫ জন সদস্য। এদেরও বলা হয়, সাংসদ বা এমপি। আর গোটা ভারতের ২৮টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভার সদস্য রয়েছেন ৪ হাজার ১২০ জন। এঁদের বলা হয়, বিধায়ক বা এমএলএ। সে হিসেবে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকারী হলেন ৪ হাজার ৯১০ জন সদস্য। কিন্তু ভোটের মূল্য কিন্তু ওই ৪ হাজার ৯১০টি নয়। ভোটের মূল্য হলো সব মিলিয়ে ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৩টি। এর মধ্যে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৪০৮টি আর বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য হলো ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৪৮৫টি।

কিভাবে হয় এই ভোটের মূল্য নির্ধারণ? ভোটের মূল্য নির্ধারণের নিয়ম রয়েছে। বিধানসভার ক্ষেত্রে রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে ফল পাওয়া যাবে, তাই হবে একজন ভোটারের একটি ভোটের মূল্য। যদি ভাগশেষ ৫শ'র বেশি হয় তবে দ্বিতীয় ভাগফলের সঙ্গে আরও ১ যোগ করে ভোট সংখ্যা নির্ধারিত করতে হবে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের একজন বিধানসভার সদস্যের ভোট মূল্য এখন ২৭৩। কিভাবে হলো? পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২৯৪। লোকসংখ্যা ৮ কোটি ২ লাখ ২১ হাজার ১৭১ জন। এবার লোকসংখ্যাকে ২৯৪ দিয়ে ভাগ করে ওই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল পাওয়া গেল ২৭২.৮৬১। যেহেতু ভাগশেষ ৫শ'র বেশি সেহেতু এই রাজ্যের বিধানসভার প্রতিজন সদস্যের ভোটের মূল্য হলো ২৭৩। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের ভোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

আর লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের ভোট মূল্য নির্ধারিত হয় সমস্ত রাজ্যের বিধান সভার মোট নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যাকে লোকসভা ও রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তাই হবে প্রতিজন সংসদ সদস্যের প্রতিটি ভোটের মূল্য। যেমন মোট বিধানসভার সদস্য সংখ্যার ভোট মূল্য ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৪৮৫টি। একে ভাগ করতে হবে লোকসভা ও রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৭৯০ দিয়ে। তাতে ভাগফল হলো ৬৯৫.৫৫০। যেহেতু ভাগশেষ ৫০০ -এর বেশি, সেহেতু ভোট মূল্য হবে ৬৯৬।

তাই ভারতের লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভার ৪ হাজার ৯১০ জন সদস্য ভোট দিলেও ভোট মূল্য কিন্তু এদের ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৩টি।

আবার ভোটদাতাদের প্রত্যেককেই তাদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে '১' লিখে পছন্দ ঘোষণা করতে হবে। কোনো ভোটদাতা যদি কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রথম পছন্দের ভোট না দেন তবে সেই ভোটপত্র বাতিল ঘোষণা হবে। প্রথম পছন্দের পর প্রত্যেক ভোটদাতা অন্যান্য প্রার্থীর জন্যে ২, ৩, ৪, ইত্যাদি লিখে তার পরবর্তী পছন্দ ব্যক্ত করতে পারেন। এভাবেই ভোট দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভার সদস্যরা।

মুক্তি চৌধুরী